যায়যায়দিন

তারিখ ...09 AUG 2008...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে যাচ্ছে সরকার

যাযাদি রিপোর্ট

প্রাইমারি পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে যাচ্ছে সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফ্রেমওয়ার্কের অনুমোদন গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিয়েছে। খুব শিগগিরই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রাথমিক স্কুলগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হলে ক্লাস ওয়ানে ভর্তির আগেই শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুলে যাতায়াতের অভ্যাস গড়ে উঠবে। তারা পড়াশোনা শেখার পাশাপাশি স্কুলের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও স্কুলে সবার সঙ্গে কিভাবে আচার-আচরণ করতে হয় তা জানতে ও শিখতে পারবে।

বর্তমানে দেশের ২৬ হাজার বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এসব পৃ৪ ›› ক৪

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই হয় এনজিও কর্তৃক পরিচালিত নয় তো স্থানীয় উদ্যোগে গড়ে তোলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সরকারি বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু থাকলেও তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস ওয়ান থেকে শিশুদের শিক্ষা দেয়া হয়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রাথমিক স্কুলগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা না থাকায় শিশুদের মাঝে পড়াশোনা নিয়ে ভীতি দেখা যায়। কারণ ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পড়াশোনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যেতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা মান উন্নয়ন প্রকল্পের (পিইডিপি-২) জয়েন্ট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মুফাদ চৌধুরী বলেন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস, পড়াশোনা ও স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। হুট করে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করানো হলে শিক্ষার্থীরা কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ করে। প্রি-প্রাইমারি বা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ক্লাস ওয়ানে পড়াশোনার প্রস্তুতি নেয়া হবে। এর ফলে শিশুরা হুট করে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েই পড়াশোনা করবে না।

বর্তমানে একটি শিশুকে ৬ বছর বয়সে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করা হয়। এ কারণে প্রি-প্রাইমারিতে ভর্তির বয়স হবে ৬ বছরের আগে। প্রি-প্রাইমারিতে এক বছর শিক্ষা দেয়ার পর শিক্ষার্থীদের ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমবে, পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মানও বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে প্রাথমিকভাবে দেশের যেসব স্কুলে প্রি-প্রাইমারি চালু আছে সেগুলোর কারিকুলাম, শিখন পদ্ধতি, শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। পরে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু করা হবে।

ইতিমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম তৈরির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) চিঠি দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। কারিকুলাম তৈরি শেষে এনসিটিবি শিখন সামগ্রী প্রস্তুত, শিখন উপকরণ উন্নয়ন/প্রণয়নের কাজ করবে।